খনার বচন।

ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী.
১১০ নং অপার চিৎপুর রোড
কলিকাতা।

মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

খনার-বচন।

বা

জ্যোতিষ সংগ্রহ।

(খনার-বচন ও তদর্থ এবং তৎ জীবনী)

১১০ নং অপার চিৎপুর রোড হইতে,

রামলালশীল কর্ত্তৃক

সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

সন ১৩৩২ সাল।

মূল্য ।৵০ আনা।

১৫ নং বৃন্দাবন বসাকের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
"নিউ-ভিক্টোরিয়া প্রেস" হইতে
শ্রীভূপতি চরণ মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা

—•—

খনার জন্ম ও জীবনী।

বোধ হয় পাঠকগণের মধ্যে অনেকেরই খনার-বচন অন্ততঃ
ই একটাও জানা থাকিতে পারে,—তবে তাহার জীবন বৃত্তান্ত
স্বজন যে প্রকৃত অবগত আছেন, বলিতে পারি না। বোধ হয়
না পুরুষ কি স্ত্রী, তাহাই অনেকে জ্ঞাত নহেন;—কিন্তু কি
াক্ষেপের বিষয় যে, এরূপ অবশ্যজ্ঞাতব্য স্ত্রীলোক একজন,—সমগ্র
আমাদিগের) জ্যোতিষশাস্ত্র যাঁহার নিকট ঋণী, সেই অশেষ গুণ
ম্পন্না স্বজাতীয়া ললনা খনার প্রকৃত জীবনী—প্রকৃত ঘটনা
আমরা জানি না, যাহা জানি তাহাও আবার এত অল্পমাত্র ও
কম্বদন্তীপূর্ণ যে অতি সত্যশূন্য বলিয়াই অনুমিত হয়।

কেহ কেহ বলেন ময়দানব তাঁহার পিতা; কেহ কেহ
লেন তিনি মনুষ্য-কন্যা। তাঁহার পিতার নাম সকলের
ম্যক্ জানা না থাকিলেও, কোন এক স্থল বিশেষের যে রাজা
ছিলেন ইহা নিশ্চয়। লঙ্কাদ্বীপবাসী কতিপয় রাক্ষসে (অবশ্য
কোন না কোন গূঢ় কারণে) তাঁহাকে সবংশে নিধন করে,
মাত্র ঐ কন্যা—খনাই তাহাদিগের বিশেষ মমতার চক্ষে পড়িয়া
বাঁচিয়া যান। রাক্ষসগণ কেবল যে তাঁহাকে প্রাণেই রাখিয়া
ছিলেন এমত নহে, অধিকন্তু আপনাদিগের আবাসে লইয়া
যাইয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে লালন পালন করিতে থাকিলেন এবং
ক্রমে তাঁহাকে অতিশয় বুদ্ধিমতী হইতে দেখিয়া একটু একটু

করিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ঠিক এই সময়েই রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের সভায় বরাহ নামক পণ্ডিতের একটি পুত্রসন্তান জন্মে। বিধাতার কি আশ্চর্য্য কৌশল—কি ঐশ্বরিক লীলা। বরাহ, গণনা বিষয়ে বিচক্ষণ হইয়াও ভ্রমবশতঃ পুত্রের শতবর্ষ পরমায়ুস্থলে দশমবর্ষমাত্র স্থির করিয়া দারুণ বিষাদে এক তাম্রনির্ম্মিত পাত্রে করিয়া সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দেন। পরে লঙ্কাদ্বীপের নিকট ঐ পাত্র ভাসিতে ভাসিতে যাইলে ঐ সকল রাক্ষস দেখিতে পাইয়া তুলিয়া লয় এবং মিহির নাম প্রদান করিয়া খনার ন্যায় উহাকে লালন পালন করিতে থাকে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে মিহিরও বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, তবে খনার ন্যায় তাঁহার সদৃশ বুদ্ধির প্রাখর্য্য ছিল না। রাক্ষসেরা মিহিরকে খনার যোগ্যপাত্র বিবেচনা করিয়া বিশেষতঃ উভয়েই মনুষ্যসন্তান, তাহাতেই মিহিরের সহিত খনার বিবাহ দিলেন।

রাক্ষসদিগের নিকট যদিও তাহাদের কোন অযত্ন হইতে ছিল না, তত্রাচ তাহাদিগকে নরভক্ষক দেখিয়া ও তাহাদিগের নানাপ্রকার কুৎসিত ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া উভয়েরই তথা হইতে পলায়ন করিতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু রাক্ষসের দেশ, চতুর্দ্দিকেই রাক্ষস প্রহরী, তাহার উপর সমুদ্র মধ্যে দ্বীপের উপর অবস্থিতি, কিরূপে পলায়ন করিবেন তাহাই বিষম ভাবনা। একদিন আহারে বসিয়াছেন এমন সময়ে মহেন্দ্রক্ষণ যাইতেছে জানিয়া, খনা ও মিহির উভয়ে বসিয়াই আপন আপন পদ বাড়াইয়া যাত্রা করিয়া লইলেন। দূরে এক রাক্ষস ছিল, সে এই ব্যাপার দেখিয়া উহাদিগের পালক—প্রধান রাক্ষসকে জানাইল।

মহেন্দ্রক্ষণে যাত্রা করিয়াছে, আর তাঁহাদিগকে কিছুতেই রাখা যাইবে না, রাক্ষসপ্রধান বুঝিলেন ; কাজেই একজন রাক্ষস ভৃত্যকে উভয়কে সমুদ্রপারে দিয়া আসিবার জন্য আজ্ঞা করিলেন এবং ইহাও বলিয়া দিলেন, কুলে উঠিয়া মিহিরকে কোনপ্রশ্ন করিবে, যদি মিহির তাঁহার সদুত্তর দিতে পারে, তবেই "ভূতত্ত্ব" "খতত্ত্ব" ও "পাতাল তত্ত্ব" তিনখানি শাস্ত্রগ্রন্থই প্রদান করিবে, অন্যথায় নহে—মাত্র "ভূতত্ত্ব" ও "খতত্ত্ব" দিয়া "পাতালতত্ত্ব" ফিরাইয়া লইয়া আসিবে।

যখন রাক্ষসভৃত্য পরপারে তাঁহাদিগকে লইয়া উত্তীর্ণ হইল একটী গাভীকে প্রসব বেদনা পাইতেছে দেখিয়া রাক্ষস প্রধানের কথিতমত মিহিরকে জিজ্ঞাসা করিল "বল দেখি ইহার শাবক শ্বেতবর্ণের কি কৃষ্ণবর্ণের হইবে ? মিহির গণনা করিলেন, বলিলেন, শ্বেতবর্ণের। কিন্তু অবিলম্বে প্রসূত হইবামাত্র শাবক কৃষ্ণবর্ণ বলিয়াই অনুমিত হইল। রাক্ষস প্রভুর আজ্ঞানুসারে কাজেই পাতালতত্ত্বখানি আপনার নিকট রাখিয়া, কেবল "ভূতত্ত্ব" "খতত্ত্ব" তাহাকে প্রদান করিয়া চলিয়া যাইল। মিহির লজ্জায় নতমুখ, হস্তস্থ পুস্তকদ্বয়ও সমুদ্রজলে ফেলিয়া দিলেন। খনা এ সময় তাহার নিকট ছিলেন না, স্বভাবের শোভা দেখিবার বাসনায় একটু দূরে গমন করিয়া পাদচারণ করিতেছিলেন। আসিয়া সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, করিয়াছ কি ? পুস্তক কুড়াইয়া লও, কুড়াইয়া লও। শাবক এখনই শ্বেতবর্ণের দেখিতে পাইবে।" বাস্তবিকই শাবক শ্বেতবর্ণ সর্ব্বাঙ্গ লালে মাখা থাকা প্রযুক্ত ঐ প্রকার কৃষ্ণবর্ণ দেখিতে হইয়াছিল। মুহূর্ত্তমধ্যে গাভী বৎসের গা চাটিয়া প্রকৃত বর্ণ প্রকাশ করিল।

মিহির তখন জলে পড়িয়া গ্রন্থ পুনরুত্তোলন করিতে যাইলেন, কিন্তু আমাদিগের দুর্ভাগ্য বশতঃই সমগ্রখণ্ড আর প্রাপ্ত হইলেন না, কতক ইতিপূর্ব্বেই অনেক দূরজলে ভাসিয়া গিয়াছিল।

যাহা হউক (পথিমধ্যে আরো অনেক ঘটনা ঘটিয়া থাকিতে পারে) মিহির পিতার নিকট গমন করিয়া তাঁহার ভ্রম ঘুচাইলেন এবং পিতাও বহুদিনের পর আপন হারানিধিকে প্রাপ্ত হইয়া ও ততোধিক গুণবতী স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন দেখিয়া যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন। স্বামী বা শ্বশুর যে সকল প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিতেন না, খনা সে সকল উত্তর মুখে মুখে দিতেন সুতরাং খনার যশঃ সৌরভ অত্যল্পকাল মধ্যেই চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল। কিন্তু তাঁহার বিদ্যাই তাহার কাল হইল—রাজা তাহাকে আপন সভায় দেখিবার জন্য ও তাহাকে ও এক পণ্ডিতরূপে নিকট রাখিবার জন্য বরাহকে আদেশ করেন। কুলবধূকে বাটীর বাহিরে যাইতে দেওয়া নিতান্ত অসঙ্গত ও কি জানি কি ঘটিতে কি ঘটিবে ভাবিয়া পুত্রের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহার বাগ্মীতালোপ করিবার বাসনায় জিহ্বা ছেদন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। খনাও ইতিপূর্ব্বে গণনা দ্বারা জানিয়াছিলেন যে তাঁহার এই প্রকার মৃত্যু হইবে, অতএব তিনিও ইহাতে আপত্তি করিলেন না। পরদিবস স্বামী মিহির যখন তাঁহার জিহ্বা কর্ত্তন করিলেন, (হা ধিক! মনুষ্যের স্বার্থপরতা) খনা স্বামীর মুখপানে সজল নয়নে চাহিয়া ইহধাম ত্যাগ করিলেন।

—

খনা

খনার বচন ও তদর্থ।

—*—

প্রথম অধ্যায়।

শস্য গণনা, হলচালন এবং শস্যরোপন ও কর্ত্তনের সময় নিরূপণ, আলীবন্ধন প্রণালী, বন্যা গণনা, বৃষ্টি গণনা, কুয়াশা গণনা, বৎস গণনা, ধান্যাদি গণনা, মড়ক গণনা ইত্যাদি।

(১)

শ্রাবণের পূরো, ভাদ্রের বারো এরমধ্যে যত পারো॥

(অর্থাৎ)

সমস্ত শ্রাবণ আর ভাদ্রের বার দিন ধান্যাদি রোপিবে এই কয়েক দিবস।

(২)

ষোলে চাষে মূলা। তার অর্দ্ধেক তুলা॥
তার অর্দ্ধেক ধান। বিনা চাষে পান॥

(অর্থাৎ)

চষিবে মুলার ক্ষেত্র ষোলদিন ধরি। তুলার অষ্টাহ মাত্র ধান্যে দিন চারি॥ পানের জমিতে নাহি ধরিবেক হাল। যথাকালে যথাফল পাবে চিরকাল॥

খনার-বচন।

(৩)

শুভক্ষণ দেখে করবে যাত্রা।
পথে যেন না হয় অশুভ বার্ত্তা॥
আগে গিয়া করো দিক্ নিরূপণ।
পূর্ব্বদিক্ হ'তে হল চালন॥
যা কিছু আশা পূর্বে সকল।
নাহি সংশয় হবে সফল॥

(অর্থাৎ)

যেদিন প্রথম হল চালনে যাইবে। শুভক্ষণ দেখি গৃহ হ'তে বাহিরিবে॥ পথিমধ্যে অশুভ সংবাদ যদি পাও। তখনি গৃহেতে পুনঃ ফিরিবারে চাও॥ আবার তেমনি শুভক্ষণ দেখি যেও। দিক নিরূপণ করি হল চালাইও॥ পূর্ব্বদিক হ'তে হল চালন করিবে। এইরূপে করো কার্য্য সুফল ফলিবে॥

(৪)

থোড় তিরিশে। ফুলো বিশে॥
ঘোড়ামুখো তেরো জেনো।
বুঝে সুঝে কাটো ধান্য॥

(অর্থাৎ)

কাটিবে থোড় জন্মিলে ত্রিশদিন পরে। ফুলিলে কুড়িটি দিন রেখো মনে করে॥ শির নত হলে তের দিন পরে কাটো। অন্যথায় হবে হানি যত তায় খাট॥

(৫)

পূর্ণিমা অমায় যে ধরে হাল। তার দুঃখ চিরকাল ॥
তার বলদের হয় বাত। ঘরে তার না থাকে ভাত ॥
খনা বলে আমার বাণী। যে চষে তার হবে হানি ॥

(অর্থাৎ)

পূর্ণিমায় ও অমাবস্যায় না ধরিবে হাল। যদি ধরো দুঃখ তবে রবে চিরকাল। অধিকন্তু বাতে পঙ্গু হইবে বলদ। বৃথায় এ কার্য্য না হবে ফলপ্রদ ॥

(৬)

আষাঢ়ে কাড়ান নাম্‌কে। শ্রাবণে কাড়ান ধান্‌কে ॥
ভাদ্দরে কাড়ান শীষকে। আশ্বিনে কাড়ান কিস্‌কে ॥

(অর্থাৎ)

আবাদের যোগ্য যথা কাড়ান বলি তায়। বৃষ্টিপাতে ভূমিতে কাড়ান্ আনায়। আষাঢ়ে কাড়ানে ধান্য জন্মে না সর্ব্বত্র। কিঞ্চিত আবাদ তাহে হয়ে থাকে মাত্র ॥ শ্রাবণের কাড়ানে প্রচুর জন্মে ধান। শীর্ষমাত্র জন্মে হ'লে ভাদ্রেতে কাড়ান ॥ আশ্বিনে কাড়ান একেবারেই নিষ্ফল। কোন কার্য্য তাহে, যাহে নাহি দেয় ফল ॥

(৭)

থেকে বলদ না বয় হাল। তার দুঃখ সর্ব্বকাল ॥

(অর্থাৎ)

মায়া করে যে বলদে না খাটাতে চায়। যাহার বলদ সদা ব'সে ব'সে খায় ॥ চিরকাল দুঃখ তার নিত্য অন্নাভাব। যেহেতু জমিতে তার কর্ষণ অভাব

(অর্থাৎ)

যে দিন ধানের শীষ লগ্দত হইবে। বিশ দিন পরে তার কর্ত্তন করিবে॥ মাড়িবার জন্য আর দশ দিন দাও। তার পর গোলা পূর্ণ করে তুলে নাও॥

(১৬)

শনি রাজা মঙ্গলপাত্র। চষো খোড়ো কেবল মাত্র॥

(অর্থাৎ)

শনিরাজা যে বর্ষে মঙ্গল মন্ত্রী আর। সে বর্ষে না দেখি আশ ধান জন্মিবার॥

(১৭)

বাপ বেটার চাই। তৎ-অভাবে সোদর ভাই॥

(অর্থাৎ)

পরের সাহায্যে যে কৃষক চাষ করে। তাহার লাভের আশা বৃথা সংসারে॥ আপনার ভাবি পর কভু কি খাটিবে। বাপ বেটা হলে তার যেরূপ করিবে॥ পরের চেয়ে যদি ভাই ভাই মিলে। তাহাতে বরং কিছু সুফলও ফলে॥

(১৮)

বাঁধো আগি আলি। রোও তবে শালী॥
না যদি ফল ফলে। গালি পেড়ো খনা বলে॥

(অর্থাৎ)

বাঁধিলে উত্তমরূপ আলি সারি সারি। শালি ধান্য তাহে যদি দাও যত্ন করি॥ যথাকালে ফল তার প্রচুর পাইবে। মিথ্যা যদি হয় খনা গালি তবে খাবে॥

(১৯)

আষাঢ়ে পঞ্চদিনে। রোপণ যে করে ধানে॥
সুখে থাকে কৃষিবল। সকল আশা সফল॥

(অর্থাৎ)

আষাঢ়ের পাঁচদিন মধ্যে রোয় ধান। সে চাষার কষ্ট কোথা; খুসী সদা প্রাণ॥ সকল আশা সফল হয়তো তাহার॥ অকুরন্ত ধান চাল তাহার গোলার॥

(২০)

আউস ধান্যের চাষ। লাগে তিন মাস॥

(অর্থাৎ)

রোপণের পরে তিন মাস মধ্যে আশ। জন্মে শেষ হয় তার যত কিছু চাষ॥

(২১)

ভাদ্রের চারি আশ্বিনের চারি। কলাই রোবে যত পারি॥

(অর্থাৎ)

ভাদ্রের শেষ চারি দিবস, তথা আর আশ্বিনের প্রথমের চারি সঙ্গে তার। এই অষ্ট দিন মধ্যে বুনিবে কলাই। প্রশস্ত সময় এই শুন সবে ভাই॥

(২২)

সরিষা বনে কলাই মুগ। বুনে বেড়াও চাপড়ে বুক॥

(অর্থাৎ)

এই ক্ষেত্রে সর্ষপ কলাই দিতে পারি। অথবা সর্ষপ মুগ যথা ইচ্ছা করি॥ উভয় ফসল এক সঙ্গে পাওয়া যাবে। কেন না আনন্দে চাষা বুক বাজাইবে॥

(২৩)

আশ্বিনের উনিশ কার্ত্তিকের উনিশ।
বাদ দিয়ে মটর কলাই বুনিশ॥

আশ্বিন মাসের শেষ উনিশটি দিন। প্রথম কার্ত্তিকে আর কত্রি বত হীন॥ অবশিষ্ট দিনে করো মটর বপন। ফলিবে প্রচুর তবে কে করে বারণ॥

(২৪)

ফাগুনের আট, চৈত্রের আট। সেই তিলদায়ে কাট॥

ফাল্গুন মাসের শেষ আটটি দিবস। চৈত্রের প্রথম আট— এই ষোড়শ॥ রোপণ করিবে তিল মিটিবেক আশ। অন্য বার হায় হায় করো বারো মাস।

(২৫)

খনা বলে, চাষার পো। শরতের শেষে সরিষা রো॥

(অর্থাৎ)

শরতের শেষ ভাগে সর্ষপ বপন। মনে যেন থাকে ভাই খনার বচন॥ অপর ঋতুতে যদি বপন করিবে। ফসল উচিত মত তাতে না পাবে॥

(২৬)

সাত হাতে তিন বিঘেতে।
কলা লাগাবে মায় পূতে।
লাগিয়ে কলা না কাটো পাত।
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত॥

(অর্থাৎ)

সাঁত সাত হাত অন্তরেতে এক এক। বুড়োগাছ সঁহ এক টাকা রেখে দেখ॥ তিন বিঘাত পরিমিত গর্ত্ত হবে। তবে তো কলার গাঁছ ফল তার দিবে.॥

(২৭)

থাকে যদি টাকা ক'রবে গোঁ। । চৈত্র মাসে ভুট্টা রো ॥

(অর্থাৎ)

চৈত্র মাসে ভুট্টা যেই করিবে রোপন। তার অন্নাভাব নাহি হয় কদাচন॥ টাকা করিবে সাধ যদি থাকে চিতে। রোপণ কর গিয়া চৈত্র মাসেতে॥

(২৮)

দিনে রোদ রাতে জল। দিনদিন বাড়ে ধানের বল ॥

(অর্থাৎ)

দিনে রৌদ্র রাত্রে বৃষ্টি হইলে হয়। করিবে ধানের গাছ খুব তেজ তায়॥

(২৯)

আউশের ভুঁই বেলে। পাটের ভুঁই আঁটালে ॥

(অর্থাৎ)

আউশ ধানের জমি বেলে ভালো। পেটো জমি ভালো শুধু হইলে আঁটালে॥

(৩০)

মানুষ মরে যাতে। গাছলা সারে তাতে ॥

গচা সরায় গাছলা সারে। গোঁধলা দিয়ে মানুষ মারে

(অর্থাৎ)

পচা গোময়ের গন্ধে নরে পীড়া পায়। বিলক্ষণ তেজ কিন্তু গাছ তায়॥ ফলবান হয় গাছ পচ্‌লার সারে। কিন্তু আশ্চর্য্য নর কিন্তু তাহাতেই মরে॥

(৩১)

বৈশাখের প্রথমজলে। আশু ধান দ্বিগুণ ফলে॥
খনা বলে, শুন ভাই, তুলায় তুলা অধিক পাই॥

(অর্থাৎ)

প্রথম বৈশাখে যদি বৃষ্টি ভালো হয়! প্রচুর আউস ধান্য জন্মিবে নিশ্চয়॥ কার্ত্তিকেতে হইলে বৃষ্টি তুলা ভালো হবে। খনার উক্তি কভু আন না ভাবিবে॥

(৩২)

কোদালে ধান,তিলে হাল। কাতেন ফাকার মাঘেকাল
ছায়ে লাউ, উঠানে ঝাল। কারো বাপু চাষার ছাওয়াল

(অর্থাৎ)

মান গাছ করিতে যদ্যপি সাধ থাকে। কোদাল পাড়িয়া পাট কর সে জমিকে॥ না জন্মিবে তিল হল চালন না হলে। অতএব আর পাট করহ লাঙ্গলে॥ শ্বেত তিল আশ্বিন কার্ত্তিকে বুনিবেক। মাঘে ফাগুনে কৃষ্ণ তিল ছড়াবেক॥ পাঁশ বনে লাউ গাছ উঠানেতে ঝাল। জনমে উত্তম মনে রাখো চিরকাল॥

(৩৩)

শরবে ঘন, পাতলা রাই। নেঙ্গে নেঙ্গে কাপাস যাই॥
কাপাস বলে,কোষ্টা ভাই। জ্ঞাতি পানি না যেন পাই

(অর্থাৎ)

সর্ষপ বুনিতে হবে, খুব ঘন ঘন। যাই কিন্তু কাঁক বুনা চাই জেনো॥ কাপাস এমন ভাবে বপন করিবে। দাঁড়াইয়া যেন তাহা তুলিতে পারিবে॥ ডিঙ্গাতেও পারো যেন আবশ্যক মতে। পাট ও কাপাস নাহি বুন এক ক্ষেতে॥ কারণ কোষ্ঠার জল লাগিলে কাপাস। নিস্তেজ হইবে আর না রবেতো আশ॥

(৬৪)

বুধ রাজা, শুক্র তার মন্ত্রী যদি হয়।
শস্য হবে ক্ষেত্রে পুরা নাহিক সংশয়॥

(অর্থাৎ)

যে বৎসরে বুধ রাজা শুক্র মন্ত্রী হবে। সে বৎসরে বসুন্ধরা শস্য পূর্ণ হবে॥

(৬৫)

খাটে খাটায় লাভের গাঁতি। তরাঅর্দ্ধেক কাঁধেছাতি ঘরে বসে পুছে বাত। তার ঘরে হা-ভাত॥

(অর্থাৎ)

যে জন আপন হাতে কৃষিকর্ম্ম করে। সঙ্গে থাকে ভৃত্যকেও খাটাইতে পারে॥ সে লোক নিস্ফল নাহি হবে কদাচন। করিবে সে প্রচুর অর্থের উপার্জ্জন॥ আর যে আপনি শ্রমেতে আপারক॥ ছাতিমাথে দিয়ে শুধু করে তাদারক॥ সেও অর্দ্ধ ফল পেতে পারে তাহাতেই। এ দুয়ের বার যেই, তার অন্ন নেই॥ আপনি খাটে না, খাটাতেও নাহি জানে। বিধাতা না দেন অন্ন কভু হেন জনে॥

(৩৬)

মাছের জলে লাউ বাড়ে ॥ খেনো জমিতে ঝাঁল বাড়ে ॥

(অর্থাৎ)

লাউ গাছে মাছ ধোয়া জল উপকারী। ঝাল গাছে ধান পচা উপকারী ভারী

(৩৭)

যে বার গুটিকাপাত সাগর তীরেতে।
সর্ব্বদা মঙ্গল হয় কহে জ্যোতিষেতে ॥
নানা শস্য পরিপূর্ণ বসুন্ধরা হয়।
খনা কহে মিহিরকে নাহিক সংশয় ॥

(অর্থাৎ)

হইলে গুটিকাপাত সমুদ্রের তীরে। এত শস্য যে ধরায় নাহি ধরে। অতএব এইরূপে হবে যে বৎসর। শস্য পূর্ণ বসুন্ধরা রবে নিরন্তর।

(৩৮)

বাঁশ বনে বুন্‌লে আলু। আলু হয় গাছ-বেড়ালু ॥

(অর্থাৎ)

বাঁশবন ধারে যদি পোতা যায়। আলু খুব বাড়ে তার গাছ তেজ পায়। বড় আলু খেতে চাও পেতে বাঁশ বনে। হবেনা বিশ্বাস যার খনার বচনে ॥

(৩৯)

চাল ভরা কুমড়া পাতা। লক্ষ্মী বলেন আমি তথা ॥

(অর্থাৎ)

লাউ কুমড়ার গাছ বাড়ীতে যাহার। অভাব তরকারীর না রহে তাহার॥ অধিকন্তু বেচিলেও দু'পয়সা পায়। সচ্ছল সংসার তার, সুখে দিন যায়॥

(৪০)

পান পোঁতে শ্রাবণে। খেয়ে না ফুরোয় রাবণে॥

(অর্থাৎ)

রোপিলে শ্রাবণে পান, এত পান ধরে। রাক্ষসে খেয়েও নাহি ফুরাইতে পারে॥

(৪১)

উঠান ভরা লাউ শসা। খনা বলে লক্ষ্মীর দশা॥

(অর্থাৎ)

সকলের গৃহে লাউ শসা দেওয়া ভালো। এমন গৃহস্থ-পোষা দ্রব্য কোথা বলো। উপযুক্ত স্থান যদি নাহি পাও ফাঁকে। অন্ততঃ উঠানে স্থান দিবেও তাহাকে।

(৪২)

ছায়ার ওলে চুলকায়। কিন্তু তাতে নাহিক দুঃখ॥

(অর্থাৎ)

জন্মিলে ছায়ায় ওল মুখে তা লাগিবে। কিন্তু বড় হবে খুব বেচে-বেশী পাবে॥

(৪৩)

পটল বুন্‌লে ফাগুনে। ফল বাড়ে দ্বিগুনে॥

(অর্থাৎ)

ফাগুনে করহ যদি পটল রোপন। দ্বিগুণ পাইবে ফল মিথ্যা না বচন॥

(৪৪)

নদী ধারে পুঁতলে কচু। কচু হয় তিন হাল উঁচু॥

(অর্থাৎ)

নদীর ধারেতে যদি কচু পোঁত গিয়া। ত্বরায় সে কচু তথা উঠিবে বাড়িয়া॥

(৪৫)

ফাগুনে না রুলে ওল। শেষে হয় গণ্ডগোল॥

(অর্থাৎ)

ফাগুন মাসই ওল রোপণ সময়। সে সময় যদি তাহা রোপণ না হয়॥ অণ্ডাকৃতি হবে তাহা বন্য ওল প্রায়। হাটেতে ভরেতে কেহ না করিবে ক্রয়।

(৪৬)

কচু বনে ছড়ালে ছাই। খনা বলে, তার সংখ্যা নাই॥

(অর্থাৎ)

কচু বনে ছাই যদি নিত্য দিতে পারে॥ ত্বরায় বাড়ে সে কচু এত তেজ করে॥

(৪৭)

মুলার ভুঁই তুলা। ইক্ষুর ভুঁই ধুলা॥

(অর্থাৎ)

নরম তুলার ন্যায় করিবে সে ভূমি। সে ভূমিতে মূলার বীজ বসাইবে তুমি॥ ইক্ষু যাতে দিবে, ধুলা সম করিবেক! তবে তো প্রচুর মূলা ইক্ষু মিলিবেক।

(৪৮)

পোনরে মালি বলি তোরে। কলম রো শ্রাবণের ধারে॥

(অর্থাৎ)

কলমের চারা শ্রাবণীতে পুতিবেক। তবে তো সে চারা তেজ করিবেক।

(৪৯)

ভাদ্দর আশ্বিনে না রুয়ে ঝাল।
যে চাষা ঘুমায়ে কাটায় কাল॥
পরেতে কার্ত্তিক অঘ্রাণ মাসে।
বুড় গাছ ক্ষেতে পুতে আসে॥
সে গাছ মরিবে ধরিয়া ওলা॥
পুরিতে না হবে ঝালের গোলা॥

(অর্থাৎ)

আলস্যে, ভাদ্র আশ্বিনে না করি রোপণ। মরিচ, কার্ত্তিক অঘ্রাণে পোতে যেইজন॥ ওলা ধরি তাহার মরিচ গাছ মার আলস্যের ফলে সে না ফল তার পায়।

(৫০)

বৈশাখ জৈষ্ঠেতে হলুদ রোও।
দাবা খেলা ফেলিয়া থোও॥
আষাঢ় শ্রাবণে নিড়ায়ে মাটি॥
ভাদ্রেরে নিড়ায়ে করহ খাটি॥
অন্যথায় এর পুতলে হলদি।
পৃথিবী বলেন তাতে কি ফলদি॥

(অর্থাৎ)

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে হরিদ্রা রোপিলে। আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্রে নিড়াইয়া দিলে॥ প্রচুর হরিদ্রা তথা সময়ে পাইবে। অন্যথায় সুফল কিছুতেই নাহি হবে।

(৫১)

ফাল্গুনে আগুন চৈতে মাটি। বাঁশ বলে শাঘ্র উঠি॥

(অর্থাৎ)

শুষ্ক বাঁশপাতা যত পড়িবে তলায়। ফাল্গুনে আগুন লাগাইয়া দিবে তায়। পরিষ্কার হবে তল জঞ্জাল না রবে। চৈত্র মাসে গোড়ায় মাটী দিবে। হইবে বাঁশের গোড়া শক্ত অতিশয়। চতুর্দ্দিকে কোড়কে বেড়িবে সমুদয়।

(৫২)

শুনবাপু চাষার বেটা। বাঁশ ঝাড়ে দাও ধানেরচিটা। দিলে চিঠা বাশের গোড়ে। দুই কুড়া ভুঁই বেড়বে ঝাড়ে॥

(অর্থাৎ)

ধানের আগড়া দিলে বাঁশের গোড়াতে বাড়িবে বাশের ঝাড়, নাহি ভুল তাতে। কারণ তাতেই তার সার জন্মায়। সার বিনে গাছ পালা বাঁচয়ে কোথায়।

(৫৩)

বলে খনা শুন শুন। শরতের শেষে মুলা বুন॥ তামাক বনে গুড়িয়ে মাটি। বীজ পুতো গুটি গুটি॥ ঘন ঘন পুতো না। পৌষের অধিক রেখ না॥

(অর্থাৎ)

শরতের শেষে মুলা করিবে বপন। ধূলা মাটি করে যথা তামাক রোপণ। ঘন ঘন কদাচ না বসাবে তামাক। পৌষের মধ্যেই জমি করিবেক ফাঁক।

(৫৪)

শুনরে বাপু চাষার বেটা। মাটির মধ্যে বেলে যেটা ॥ তাতে যদিবুনিশ পটোল। তাতেই তোর আশা সফল

(অর্থাৎ)

বেলে মাটিতে পটোল করিবে রোপণ। জন্মিবে প্রচুর ফল আশা হইবে পূরণ।

(৫৫)

বলে গেছে বরাহের পো। দশটি মাসে বেগুন রো।
চৈত্র বৈশাখ দিবে বাদ। ইথে নাহি কোন বিষাদ ॥
ধরলে পোকা দিবে ছাই। এর চেয়ে উপায় নাই ॥
মাটি শুকাইলেই ঢালবে জল। সকল মাসেই পাবে ফল ॥

(অর্থাৎ)

চৈত্র ও বৈশাখ ছাড়া সকল মাসেতে। পারিবে কৃষক ক্ষেত্রে বেগুন পুঁতিতে। পোকা যদি ধরে, ছাই দাও ছড়াইয়ে। সুখে হও বার মাস বেগুন খাইয়ে।

(৫৬)

অগ্রাণে না যদি হয় বৃষ্টি। না হয় কাঁটালের সৃষ্টি ॥

(অর্থাৎ)

অগ্রহায়ণ মাসেতে না হইলে জল। কাটালের গাছে নাহি ধরিবেক ফল।

(৫৭)

এক পুরুষে রোপে তাল। পরপুরুষে করে পাল॥
তার পর যে সে খাবে। তিন পুরুষে ফল পাবে॥

(অর্থাৎ)

তিন পুরুষের কম নাহি পাবে তাল। তাল গাছে পেতে ফল কাটে তিন কাল।

(৫৮)

হাত বিশে করি ফাক। আম কাঁঠাল পুতে রাখ॥
গাছগাছালি ঘন সবে না। ফল তাতে ফলবে না॥

(অর্থাৎ)

বিশবিশ হস্ত দূরে পুতিবেক যদি। আম্র কাঠালের ফল তবে দিবে বিধি। গাছে ডালে ঠাশাঠাশি হয়ে যদি থাকে॥ ফলহীন গাছে শুধু সর্ব্বলোক দেখে।

(৫৯)

বার বছরে ফলে তাল। যদি না লাগে গরুর-লাল॥

(অর্থাৎ)

পত্র যদি গরুতে ভক্ষণ নাহি করে। ফল দিবে তাল গাছ দ্বাদশ বৎসরে।

(৬০)

নলেকান্তার গজেক বাই। কলা রুয়ে খেও ভাই॥
রুয়ে কলা নাকেটো পাত। তাতে কাপড় তাতেভাত

(অর্থাৎ)

আট হাট অন্তর কলা পুতে। পাতা তার কদাচিৎ

না যাবে কাটিতে॥ ভূরি পরিমাণে কলা জন্মিবে তাহলে অন্নের অভাব নাহি রবে কোন কালে॥

(৬১)

ফাগুনে এঁটে। পোঁত কেটে॥
বেঁধে যাবে ঝাড়কি ঝাড়। কলা বইতে ভাঙ্গবে ঘাড়॥

(অর্থাৎ)

ফাল্গুনে কলার এটে কেটে পুতে দিলে। অচিরে কলার ঝাড় বাড়ে তাহা হলে॥ জন্মিবে প্রচুর কলা তাহলে নিশ্চয়। খনার বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়॥

(৬২)

ডাক ছেড়ে বলে রাবণ। কলা লাগাবে আষাঢ় শ্রাবণ
তিন শত ষাট ঝাড় কলা। রুয়ে থাক গৃহি ঘরে শুয়ে॥
রুয়ে কলা না কাট পাত। তাতেই হবে কাপড় ভাত॥

(অর্থাৎ)

আষাঢ় শ্রাবণে কলা রোপণ উচিত। কিন্তু পাত কাটা তার নহে তো বিহিত॥ তিন শত ষাট ঝাড় করে রোপণ। নিশ্চিত হইয়া ঘরে করে যে শয়ন॥ ভাতের ভাবনা তার কখন না রবে। ঘরে বসে অন্ন বস্ত্র সেই জন পাবে॥

(৬৩)

ডাক দিয়ে বলে রাবণ। রুবে বটে কলা আষাঢ় শ্রাবণ
কলা তলায় যাবিনে। ফল তার খাবিনে॥
লেগে যাবে ভুয়ে। কলা প'ড়বে শুয়ে॥

(অর্থাৎ)

মতান্তরে এই কথা কেহ কেহ বলে। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে কদলী পুতিলে॥ পোকায় বিনাশে গাছ ফল নাহি হয়। অতএব এ দুমাস ত্যজিহ নিশ্চয়॥

(৬৪)

সিংহ মীন বর্জ্জে। কলা খাবে আজ্য॥

(অর্থাৎ)

ভাদ্র ও চৈত্র ব্যতীত সকল মাসেতে। পারহ কদলী গুহে ভক্ষণ করিতে॥

(৬৫)

যদি রোয়ে ফাগুণে কলা। তবে হয় মাস সফলা॥

(অর্থাৎ)

ফাল্গুনে রোপিলে কলা মাস মাস ফলে। ফাল্গুনের মত ফল নহে অন্য কাল॥

(৬৬)

ভাদ্রমাসে রুয়ে কলা। সবংশে মলো রাবণ শালা॥

(অর্থাৎ)

ভাদ্রমাসে কলাগাছ করিয়া রোপণ। সবংশেতে তার ফলে, মরিল রাবণ॥ এই হেতু ভাদ্রেতে কদলী পোতা মানা। পোতে শুধু সেই, যার নাহি আছে জানা॥

(৬৭)

আগে পুতে কলা। বাগ বাগিচা ফলা॥
শোনরে বলিচাষার পো। ক্রমে নারিকেল ক্রমে রুও

নারিকেল বার সুপারি আট। এর ঘর তখনি কাট ॥

(অর্থাৎ)

যে স্থানেতে বাগান করিতে সাধ যাবে। অগ্রে কদলীর গাছ তাহাতে বসাবে ॥ পরে নারিকেল বৃক্ষ ক্রমেতে গুবাক। বসাইয়া দেবে, যথারীতি ফাঁক ফাঁক ॥ নারিকেল বার বার হাত অন্তরেতে। গুবাক বসাবে প্রতি আট আট হাতে ॥

(৬৮)

গো-নারিকেল নেড়ে পো। আমটুচুরে কাঁটাল ভো ॥

(অর্থাৎ)

নারিকেল সুপারির চারা যদি নাড়ি! সতেজ হইয়া গাছ উঠে শীঘ্র বাড়ি ॥ আম্র যদি নাড়ি, ফল হোট ছোট হবে। কাঁটাল নারিকেল তাহা হোয়া হ'য়ে যাবে ॥

(৬৯)

গোয়ে গোবরে বাঁশে মাটি।
অফলা নারিকেলের শিকড় কাটি ॥
ওলে কুটি, মানে ছাই।
এইরূপে কৃষি করগে ভাই ॥

(অর্থাৎ)

গুবাক বৃক্ষের মূলে দিবেক গোময়। বাঁশে মাটী দিতে হয় মনে যেন রয় ॥ যেই নারিকেল গাছে নাহি ধরে ফল। কাটীয়া দিবেক তার শিকড় কেবল ॥ ওলের গোড়ায় খড় কুটি পল দিবে। মান গাছে পাঁশ দিলে তবে তাহা হবে ॥

(৭০)

নারিকেল গাছে লুন মাটি। শীঘ্র শীঘ্র বাঁধে গুটি ॥

(অর্থাৎ)

শীঘ্র শীঘ্র ফল ভোগ করিবারে চাও। নারিকেল মূলে তবে লুন মাটি দাও ॥

(৭১)

দাতার নারিকেল বখিলের বাঁশ। কমে না বাড়ে বার মাস ॥

(অর্থাৎ)

মধ্যে মধ্যে যত নারিকেল পেড়ে খাবে। তত বেশী নারিকেল ফলিতে হইবে ॥ বাঁশ ঝাড় যত কম বাঁশ কাটিবেক। ততই তাহার ঝাড় বেড়ে উঠিবেক ॥

(৭২)

খনা বলে, শুনে যাও। নারিকেল মুৎে চিটা দাও ॥
গাছ হয় তাজা মোটা। শীঘ্র শীঘ্র ধরে গোটা ॥

(অর্থাৎ)

ধানের আগ্‌ড়া দিলে নাবিকেল মূলে। শীঘ্র গাছ হয় মোটা শীঘ্র ফল ধরে ॥

(৭৩)

শোনরে বাপু চাষার পো। সুপারিবাগে
মান্দার রো ॥
মান্দার পাতা পড়লে গোড়ে। ঝটপট তার ফল
বাড়ে ॥

(অর্থাৎ)

করিলে গুবাক বাগে মন্দার রোপণ। পড়িয়া মান্দার পাত

সারের বর্দ্ধন॥ সতেজ সুপারি গাছ হয় তাহা হ'লে। সতেজ হইলে শীঘ্র শীঘ্র ফলে॥

(৭৪)

হাতে হাতে ছোঁয় না। মরা ঝাটি রয় না॥
খনা বলে যখন চায়। তখন কেন লয় না॥

(অর্থাৎ)

এরূপে বসাতে হবে নারিকেল গাছ। একে অপরের যেন নাহি লাগে আঁচ॥ একটী গাছের পাতা না ঠেকে অপরে। পুতিতে হইবে গাছ এমনটি করে॥ উপরের শুষ্কপত্র বৃক্ষমূল আর। ফল যদি চাও সদা রাখ পরিষ্কার॥

(৭৫)

পূর্ণ আষাঢ় দক্ষিণা বয়। সেই বৎসর বন্যা হয়॥

(অর্থাৎ)

সম্পূর্ণ মাস যাবৎ প্রথম হইতে। দক্ষিণে বাতাস যদি বহে আষাঢ়েতে॥ সুনিশ্চিয় সে বৎসর বন্যা তবে হবে। খনার বচন ইহা কে নয় করিবে॥

(৭৬)

আমে ধান। তেঁতুলে বান॥

(অর্থাৎ)

যে বৎসরে আম্র বহু পরিমাণে হয়। ধান্য সে বৎসরে খুব জন্মিবে নিশ্চয়॥ তেঁতুল অধিক আর হবে যে বৎসরে। হবে বন্যা সে বৎসর রাখো মনে করে॥

(৭৭)

বামুন বাদল বান। দক্ষিণা পেলেই যান॥

(অর্থাৎ)

দক্ষিণা পেলে যেমন ব্রাহ্মণ না থাকে। অমনি আপন পথ আপনিই দেখে॥ দক্ষিণা পেলে অর্থাৎ দক্ষিণ হাওয়ায়। বান ও বাদল সেইরূপ চ'লে যায়॥

(৭৮)

চৈতে কুয়া ভাদ্রে বান। নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান॥

(অর্থাৎ)

চৈত্র মাসে কুজ্ঝটিকা ভাদ্রে বন্যা আর। হবে যে বৎসর সংখ্যা বাড়িবে মড়ার॥

(৭৯)

পৌষে গর্‌মি বৈশাখে জাড়া।
প্রথম আষাঢ়ে ভর্‌রে গোড়া॥

(অর্থাৎ)

পৌষ মাসে যে বৎসর শীত কম যাবে। বৈশাখে কিঞ্চিত শীত অনুভব হবে॥ প্রথম আষাঢ়ে বর্ষা হবে অতিশয়। শ্রাবণেতে অনাবৃষ্টি কে করিবে নয়॥

(৮০)

খনা বলে শুনহে স্বামি। শ্রাবণ ভাদর নাইক পানি।
দিনে জল রাতে তারা। এই দেখবে দুঃখের ধারা॥

(অর্থাৎ)

প্রথম বর্ষায় যদি দিনে বৃষ্টি হবে। অথচ রাত্রিতে শূন্যে তারা দেখা যাবে॥ সে বৎসর অনাবৃষ্টি হইবে নিশ্চয়। খনার বচন মিথ্যা কভু নয়॥

(৮১)

প্রব'তে উঠিলে কাড়। ডাঙ্গা ডোবা একাকার ॥

(অর্থাৎ)

পূর্ব্বদিকে রামধনু যদি দেখি বর্ষাকালে। ডাঙ্গাডোবা একাকার হয়ে যাবে জলে ॥

(৮২)

চাঁদের সভার মধ্যে তারা। বর্ষে পানি মুষল ধারা ॥

(অর্থাৎ)

চন্দ্রমণ্ডলের মাঝে তারা যদি দেখি। বর্ষিবে মুষলধারে বৃষ্টি জেনে রাখি ॥

(৮৩)

চৈতেতে থর থর। বৈশাখেতে ঝড় পাথর ॥
জৈষ্ঠেতে তারা ফুটে। তবে জান্‌বে বর্ষা বটে ॥

(অর্থাৎ)

চৈত্রমাসে যে বৎসর শীত বোধ হবে। বৈশাখেতে শিলাবৃষ্টি বড় দেখা দিবে ॥ জ্যৈষ্ঠমাসে পরিষ্কার আকাশমণ্ডল। সে বৎসর বর্ষায় বেশ হইবেক জল ॥

(৮৪)

কি করো শ্বশুর লেখাজোখা।মেঘেই বুঝবে জলে লেখা
কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা। মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা
বলো চাষায় বাঁধতে আল। আজ না হয় হবে কাল ॥

(অর্থাৎ)

শ্বশুরকে সম্বোধন করি খনা কন। লেখা জোকা করি কিবা

করিবে গণন॥ হবে কি না হবে জল লক্ষণে বুঝিবে। মেঘ দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিব॥ কোদালে কুড়লে মেঘ যদি দেখা যায় তার মধ্যে বায়ু প্রবাহিত তায়॥ সত্বর হইবে জল নিশ্চয় জানিবে। ক্ষেত্রে গিয়া চাষা আলি বন্ধন করিবে॥ সে দিন না হয় বৃষ্টী পর দিবসেও। হইবেই বৃষ্টী ঠিক মনে জেনে নেও॥ ধুসর বর্ণের খণ্ড খণ্ড মেঘ যত! কোদালে কুড়লে বলি হয় তাহা খ্যাত॥

(৮৬)

দূর সভা নিকট জল। নিকট সভা রসাতল॥

(অর্থাৎ)

ধরমণ্ডল সভা দুরবর্ত্তী রব। তবেই সত্বর জল বর্ষন হইবে॥ নিকটে যদ্যপি তবে অনাবৃষ্টী হয়। রসাতল কারে আর বলো তবে কয়॥

(৮৬)

পশ্চিমের ধনু নিত্য খরা। পূবের ধনু বর্ষে ধারা॥

(অর্থাৎ)

পশ্চিমে উদিয়ে রামধনু অনাবৃষ্টী। পূর্ব্বদিকে হলে জলে হবে সৃষ্টী॥

(৮৭)

বেঙ ড়াকে ঘন ঘন। শীঘ্র হবে জানো॥

(অর্থাৎ)

ঘন ঘন ভেকের গর্জ্জন যদি হয়। ত্বরায় হইবে বৃষ্টী একথা নিশ্চয়।

(৮৮)

ভাদুরে মেঘে বিপরীত বায়। সে দিন বৃষ্টি কে ঘোচায়॥

(অর্থাৎ)

ভাদ্রমাসে মেঘোদয় হইবে যখন। বহে যদি বিপরীত পবন তখন॥ অত্যন্ত জলবর্ষণ হইবেক তবে। খনা বলে সাধ্য কার অন্যথা করিবে॥

(৮৯)

বৎসরের প্রথম ঈশানে বয়। হবেই বর্ষা খনা কয়॥

(অর্থাৎ)

বৎসরের প্রারম্ভেই যদ্যপি বৃষ্টী হয়। ঈশান কোণ হইতে বায়ু অনুক্ষণ বয়। হবেই বর্ষা তো সে বৎসর রীমিমত॥ কি তার সংশয় তাহা খনার কথিত॥

(৯০)

পৌষের কুয়া, বৈশাখে ফল। যদিন কুয়া তদিন জল। শনির সাত মঙ্গলের তিন। আর সব দিন দিন॥

(অর্থাৎ)

পৌষমাসে যে কদিন কুয়াশা হইবে। বৈশাখেতে ঠিক তত-দিন বৃষ্টী হবে॥ শনিবারে যদি বৃষ্টী আরম্ভ করয়। একটি সপ্তাহ কাল স্থায়ী তাহা হয়॥ মঙ্গলে আরম্ভ হলে তিন দিন থাকে। অন্যবারে হ'লে সেই দিন মাত্র দেখে॥

(৯১)

কর্কট ছর্‌কট সিংহে শুকা, বন্যা কানে কান।
বিনা বায় বর্ষে তুলা, কোথা রাখবি ধান॥

(অর্থাৎ)

শ্রাবণে অত্যন্ত বৃষ্টী ভাদ্রমাসে শুকা। আশ্বিনেতে জল কাদে কাশ যদি দেখা॥ কার্ত্তিকে না হবে ঝড় মন্দ মন্দ জল। ছুরি পরিমাণে তবে মিসিবে ফসল॥

(৯২)

যদি বর্ষে অঘ্রাণে। রাজা যান মাগনে॥
যদি বর্ষে পৌষে। কড়ি হয় তুঁষে॥
যদি বর্ষে মাঘের শেষ। ধন্য রাজা পুণ্য দেশ॥
যদি বর্ষে ফাল্গুনে। চিনা কাউনেদ্বিগুণে॥

(অর্থাৎ)

অগ্রহায়ণেতে যদি বর্ষে বারিধর। কীটে শস্য নষ্ট হবে করিবে বিস্তর॥ রাজস্ব আদায় নাহি হইবে রাজার। সুতরাং তার ঘরে হবে হাহাকার॥ পৌষেতে বর্ষিবে তুষ বেচে পাই কড়ি। পৈমন্তিক ধান ঝরে যায় গড়াগড়ি॥ মাঘেতে বর্ষণ হলে রবিশস্য হবে॥ ফাল্গুনে কাউনচিনা ধান্য জন্মিবে॥

(৯৩)

বৈশাখে শুকো আষাঢ়ে ধারা। শস্যের ভার না সহে ধরা॥

(অর্থাৎ)

বৈশাখমাসে শুকো ও আষাঢ়ে জল হলে। প্রচুর হইবে শস্য জানিও তাহলে।

(৯৫)

মাঘ মাসে বর্ষ্যে দেবা। রাজা ছাড়ে প্রজার সেবা॥

(অর্থাৎ)

মাঘ মাসে জল যদি হইবে বর্ষণ ॥ সুখিত হইবে যত প্রজাদের মন ॥ কারণ প্রচুর শস্য জন্মিবে তাহলে। সমস্ত বৎসর বেড়াইবে হেসে খেলে ॥

(৯৫)

জ্যৈষ্ঠ মারে আষাঢ়ে ভরে। কাটিয়া মারিয়া ঘর করে ॥

(অর্থাৎ)

জ্যৈষ্ঠ মাসে শুকো হলে আষাঢ়ের জলে। ভূমি পরিপুর্ণ হয় খুব শস্য ফলে ॥

(৯৬)

যদি বর্ষে মকরে। ধান হবে টেকরে ॥

(অর্থাৎ)

মাঘ মাসে যদি জল বর্ষণ হইবে। উচ্চ জমিতেও তবে ধান্য তো ফলিবে ॥

(৯৭)

যদি হয় চৈত্রে বৃষ্টি। তবে হয় ধানের সৃষ্টি ॥

চৈত্র মাসে যদি দেখো বৃষ্টীপাত হয় ॥ যথাকালে ধান্য ভয় জন্মিবে নিশ্চয় ॥

(৯৮)

কার্ত্তিক পূর্ণিমা করো আশা।
খনা বলে ডেকে শোনরে চাষা।
নির্ম্মল মেঘে যদি বাত রবে।
অবিখণ্ডের ভার ধরণী না সবে ॥

(অর্থাৎ)

কার্ত্তিকের পৌর্ণমাসী রজনী সময়। মেঘশূন্য পরিষ্কৃত যদি নভঃ হয়॥ ভুরি পরিমাণে রবিশস্য জনমিবে। মেঘে বৃষ্টী হলে জেনো কিছু নাহি হবে॥ সুতরাং মাঠে যাওয়া নিস্ফল চাষার। শুধু হাতে গৃহেতে ফিরিতে হয় আর॥

(৯৯)

আষাঢ়ে নবম শুকুল পখা।
কি করো শ্বশুর লেখা জোখা॥
যদি বর্ষে মুষল ধারে।
মাঝ সমুদ্রে বগা চরে॥
যদি বর্ষে ছিটা ফোটা।
পর্ব্বতে হয় মীনের ঘটা॥
বর্ষিলে পর ঝিমি ঝিমি।
শস্যের ভার না সয় মেদিনী॥

(অর্থাৎ)

আষাঢ়ের শুক্লপক্ষে নবমী তিথিতে। বর্ষণ মুষলধারে হয় বর্ষেতে॥ অনাবৃষ্টি হইবেৎজানিও বৎসর। ছিটে ফোটা আষাঢ়ে মাছ হয় বিস্তর॥ মন্দ মন্দ বর্ষণেতে শস্য বেশ হয়। অকাট্য সে কথা জানো খনা যাহা কয়॥

(১০০)

হেসে চাকি বসে পাটে।
শস্য সেবার না হয় মোটে॥

(অর্থাৎ)

অস্তকালে হেসে সূর্য্য পাটেতে বসিবে। আষাঢ়ে যদ্যপি হেন ঘটনা ঘটিবে॥ কিছু শস্য তবে তো না হবে সে বৎসর। মন দিয়া বচন এ শুন নারী নর॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—:+:—

(গর্ভস্থ সন্তান গণনা—তিথি ভেদে ফাল্গুনমাসের ফল—ভূকম্পের আশঙ্কার কথা—ধর্ম্মার্থে উপবাসের দিন নির্ণয়—শনির অর্থস্থান ভেদে চৈত্রমাসের ফল—রবিবারদোষে। অতিবৃষ্টি ১ সুবৃষ্টি লক্ষন—বার দোষে চৈত্র মাসের ফল।

(১)

বাণের পৃষ্ঠে দিয়ে বাণ। পেটের ছেলে গনেআন।
নামে মাসে করি এক। আটে হরে সন্তান দেখ।
এক তিন থাকে বাণ। তবে নারীর পুত্র জান॥
দুই চারি থাকে ছয়। অবশ্য তার কন্যা হয়॥
থাকিলে তার মূন্য সাত। হবে নারীর গর্ভপাত॥

(অর্থাৎ)

গর্ভিণীর নামের অক্ষর সংখ্যা যত। য মাসের গর্ভসংখ্যা করে না একত্রিত॥ পাঁচের পিঠেতে পাঁচ পঞ্চান্ন জানিবে। উক্ত যোগফলে তাহা যোগ করি লবে॥ অতঃপর পাবে যাহা আট ভাগ করো। এক তিন পাঁচ ভাগশেষে পুত্র ধরো॥ দুই চারি ছয় হলে কন্যা লাভ হয়। মুষ্যঘাতে গর্ভপাত হইবে নিশ্চয়॥ মনে করো পাঁচমাস গর্ভ সরলার। পুত্র বা কন্যা কিবলো হইবে তাহার॥ নামের অক্ষর সংখ্যা তিন সরলাতে। গর্ভ পাঁচ মাস পাঁচ যোগ দাও তাতে॥ তিনে পাঁচে আট, যোগ দাও পঞ্চান্ন হয়। পঞ্চান্ন

আটেতে তেষট্টি মোট হয় ॥ আট ভাগ করিলে থাকয় বাকী সাত। অতএব সরলার হবে গর্ভপাত ॥

হিসাব :—

৫৫ × সরলা নামের অন্দর সংখ্যা ৩ + গর্ব্ভের মাস সংখ্যা ৩ = ৬৩ ৫৩ + ৮ = ৭, ভাগশেষ, অতএব সরলার গর্ভপাত।

(২)

যত মাসের গর্ভ নারীর নাম য' অক্ষর।
যত জন শুনে পক্ষ দিয়ে এক কর ॥
সাতে হরি চন্দ্র নেত্র বাণ যদি রয়।
ইথে পুত্র পরে কন্যা জানিবে নিশ্চয় ॥

(অর্থাৎ)

গর্ভিনীর নামে অক্ষর সংখ্যা সনে। যে কয় মাসের গর্ভ তাহাতে মিলনে ॥ যত জন গণনায় সময়ে উপস্থিত। অতিরিক্ত দুই যোগে কর একত্রিত ॥ সাত দিয়া ভাগ করি ভাগশেষ দেখো। এক, তিন, পাঁচ যদি; পুত্র জেনে রাখ ॥ অন্যরূপ হলে কন্যা জনমে তাহার। মন দিয়া শুন এই বহন খনার ॥ সাতমাস গর্ভ যেন ধরে সৌদামিনী। পুত্র না কন্যা তাহা দেখিব বল গণি ॥ দুইজন আছি হেথা তুমি আর আমি। কি হইবে শীঘ্র তবে বলো দেখি ভুমি ॥ চারিটি অক্ষর সৌদামিনী নামে পাই। সাত মাস গর্ভ, সাতে যোগ করো তাই ॥ আমরা দুজন, দুই যোগ করো তাতে। অতিরিক্ত দুই পুনঃ হইবে মিলাতে ॥ সর্ব্বশুদ্ধ যোগ ফলে মিলিল পনেরো। সাত ভাগ করি এক ভাগ শেষ ধরো ॥ অতএব সৌদামিনী পুত্র পাবে কোলে। খনার এ গণনা ভাই বুঝহ সকপে।

হিসাব :—

সৌদামিনীর নামের অক্ষর সংখ্যা	৪	চারি।
গর্ভের মাসের সংখ্যা	৭	সাত।
শ্রাতা তুমি আর আমি দুইজন	২	দুই।
অতিরিক্ত দুই	২	দুই।
মোট	১৫	পনের।

১৫ × ৭ = ২ ভাগশেষ ১ এক অতএব পুত্র।

(৩)

গ্রাম গর্ভিণী ফলে যুতা। তিন দিয়ে হরে পুতা
একে সুত দুয়ে সুতা। শূন্য হ'লে গর্ভ মিথ্যা॥
এ কথা যদি মিথ্যা হয়। সে ছেলে তার বাপের নয়॥

(অর্থাৎ)

যে গ্রঁমে বাস ন নামাক্ষর যত। গর্ভিণীর নামাক্ষর করহ মিলিত॥ প্রশ্নকর্ত্তা যে এক ফলের নাম নেবে। ফলের নামের যত অক্ষর হইবে॥ যোগ করি তিন দিয়া করিবে হরণ। হরণান্তে এক শেষে পুত্রের গণনা॥ দুই শেষে কন্যা জাত শূন্যে, গর্ভ নয়। খনার বচন ইহা জানিও নিশ্চয়॥ গনণা এ ভুল নাহি হইতে তো পারে। অন্যথায় সে ছেলেকেজেন্ম দেছে পরে॥ বালীগ্রামে বাড়ী নাম সুভাষিণী তার। প্রশ্ন কর্ত্তা যেন নাম করিল তাহার॥ বলো দেবি পুত্র কি কন্যা তাহার হইবে। কেমনেতে প্রশ্নফল জানিতে পারিবে॥ বালী সুভাষিণী আর আতা নামত্রয়। অক্ষরের সংখ্যা মোট আটটি তো হয়॥ তিন দিয়া করো ভাগ দুই বাকি যাব। অতএব গর্ভিণীর কন্যা লাভ হবে॥

বালীগ্রাম, অতএব গ্রামের অক্ষর লংখ্যা	২	দুই।
সুভাষিণী নামের অক্ষর সংখ্যা	৪	চারি।
আতা ফলের নামের অক্ষর বংখ্যা	২	দুই।
মোট	৮	আট।

৮ × ৩ =, ফাগশেষ ২ ; অতএব সুভাষিণী কন্যা।

(৪)

নামে মাসে করি এক। তার দ্বিগুণ ক'রে দেখ ॥
সাতে পুরি আটে হরি। সমে পুত্র বিষমে নারী ॥

(অর্থাৎ)

অন্তসত্বা যে রমণী খামাক্ষর যত। যে কয় মাসের গর্ভ করো একত্রিত ॥ দ্বিগুণ করিয়া তাতে সাত যোগ দিবে আট দিয়া ভাগ, যেই সমষ্টি করিবে। সম অঙ্ক যদ্যপি বাকীতে থাকে তবে। হবে পুত্র অন্যথায় জন্ম কন্যা হবে ॥ চারি মাস জেনো গর্ভবতী কাত্যায়নী। কি আছে গর্ভেতে তার বল দেখি গণি ॥ চারিটি অক্ষর কাত্যায়নী নামে আছে। মা সংখ্যা চারি তাতে মিলিত হয়েছে ॥ যোগ করি পাই আট, দ্বিগুণ করিলে। যোগ হয় দেখহ তাহার গুণফলে ॥ তাতে সাত যোল করি তেইশ হইবে। আট দিয়া ভাগ করো ফল বুঝা যাবে ; বিষম অঙ্ক কো সাত দেখিতেছি বাকী। অতএব কন্যাপ্রাপ্ত হবে বিধুমুখী।

হিসাব :—

কত্যায়নী নামের অক্ষর সংখ্যা— ৪ চারি।
মাসের সংখ্যা ৪ চারি।

মোট— ৮ আট।

৮ × ২ × = ২৩, ২৩ × ৮ = ২ ভাগশেষ ৭
বিষব অঙ্ক (বিজোড়) অতএব কাত্যায়নীর কন্যা হইবে।

(৫)

ফাগুণে রোহিণী যত্নে চাই।
আগামী বৎসর গণিয়া পাই॥
সপ্তমী অষ্টমী হয় ধন।

ফাল্গুনে রোহিণী যেই দিন দেখা দিবে। সপ্তমী অষ্টমী তিথি হলে শস্য হবে॥ নবমী পড়িলে বন্যা হবে তার ফলে। খড় না সঞ্জাত হয় দশমী পড়িলে॥

(৬)

ডাক দিয়ে বলে মিহিরের স্ত্রী, শুন পতির পিতা।
ভাদ্রমাসে জলের মধ্যে নড়েন বসুমাতা॥
রাজ্য নাশ, গো-নাশ, হয় অগাধ বান।
হাতে কাঠা গৃহী ফেরে, ফিন্‌তে না পায় ধান॥

(অর্থাৎ)

ভাদ্রে জলমধ্যে যদি ভূমিকম্প হয়। সেবার রাজ্যের মধ্যে

অশুভ নিশ্চয় ॥ গো নাশ ধান্যের নাশ নিশ্চয় জানিবে। হইবে অগাধ বনি সব ভেসে যাবে ॥

(৭)

শয়ন উত্থান পাশমোড়া। তার মধ্যে ভীমে ছেঁড়া ॥
দুই ছেলের জন্মতিথি। অষ্টমী নবমী দুটি ॥
পাগলার ছোদ্দ পাগলীর আট। এই নিয়ে কাল কাট

(অর্থাৎ)

শয়ন, উত্থান, আর পর্শে একাদশী। শ্রীরাম নবমী আর শিবচতুর্দ্দশী ॥ ভীম একাদশী, জন্মাষ্টমী, মহাষ্টমী। ধর্ম্মাথ্যেতে উপবাস করো গিয়া তিনি। এই কয় দিনেতে যে উপবাস করে। বহু পুণ্যফল সেই লভে লোকান্তরে ॥

(৮)

মধুমাসে ত্রয়োদশ দিনে রয় শনি।
খনা কয় সে বৎসর হবে শস্যহানি ॥

(অর্থাৎ)

চৈত্রর ত্রয়োদশ দিবসে যে বৎসর। শনি করে অবস্থান, হামি তো বিস্তর ॥ শস্য শূন্য বসুন্ধরা দৃষ্ট তবে হয়,। খনার বচন ইহা কভু মিথ্যা নয় ॥

(৯)

পাঁচ রবি মাসে পায়। ঝরা কিংবা ক্ষরায় যায় ॥

(অর্থাৎ)

যে বৎসর এক মাসে পাঁচ যদিবার। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি হয়, ফলে তার ॥ বড় অলক্ষণ ইহা মঙ্গল কারণ। ব্রাহ্মণ সজ্জনে দান করত কাঞ্চন ॥

মধুমাসে, প্রথম দিবনে,
হয় যেই বার।
রবি শোষে, মঙ্গল বর্ষে,
দুর্ভিক্ষ বুধবার॥

সোম শুক্র গুরু আর। পৃথিবী না সয় শস্যের ভার॥
পাঁচ শনি পায় নীনে। শকুনী মাংস না খায় ঘৃণে॥

(অর্থাৎ)

চৈত্রের প্রথম দিন রবি যদি হয়। অনাবৃষ্টি সে বৎসর কেবা করে নয়।। মঙ্গল যদ্যপি তবে সুবর্ষা হইবে। বুধবার পড়ে যদি দুর্ভিক্ষ ঘটবে॥ সোম শুক্র হলে বহু শস্য তাহে। পাঁচ শনি এক চৈত্রে মরি মড়কেতে॥

তৃতীয় অধ্যায়।

(যাত্রাকালে শুভ লক্ষণ—যাত্রার শুভ ও অশুভ লক্ষণ নির্দ্দেশ নক্ষত্র গনণা ও তিথি গনণা—দম্পতির মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ মৃত্যু গনণা—জন্মলগ্নের শুভাশুভ—চন্দ্রগ্রহণ ও পরমায়ু গনণা—প্রশ্ন গনণা ইত্যাদি।

(১)

শূন্য কলসী শুক্না নয়। শুক্না ডালে ডাকে কা॥

যদি দেখ মাকুন্দ ধোপা। এক পা ও না বাড়াও বাপা
ডাক বলে এরেও টেলী। যদ্যপি না দেখি সম্মুখে
তেলি॥

(অর্থাৎ)

যখন কোদ স্থানেতে যাত্রা করিবেক। শূন্য কুম্ভ, শুষ্ক নৌকা যদি দেখিবেক॥ কিম্বা শুষ্ক ডালে যদি কাক ডাকে শুন। ধোপা কিম্বা দেখো কভু খোহা লোক কোন॥ এক পদ না বাড়াবে, যাইবেক আর। মন দিয়া শুন সব নিষেধ খনার॥ ডাকি বলে, এর খেয়ে তেলী ভয়ঙ্কর। দেখিলে তাহারে নাহি হবে অভ্রসর॥

(২)

ফরা হ'তে শূন্য ভাল যদি ভরিতে যায়।
আগে হ'তে পিছে ভাল যদি ডাকে মায়॥
মরা হ'তে জ্যান্ত ভালো, মরতে যদি যাবে।
বাঁয়ে হ'তে ডাইনে ভালো, ফিরে যদি চাবে॥
বাঁধা হ'তে খোলা ভালো মাথা তুলে চাইলে।
হাসা হ'তে কাঁদিলে ভাল্যে। বামেতে কাঁদিলে॥

(অর্থাৎ)

শূন্য কুম্ভ যাত্রাকালে বটে অমঙ্গল। কিন্তু শুভ তাহাতে আনিতে গেলে জল। যাত্রাকালে পশ্চাতে ডাকিলে মন্দ বটে॥ মাথায় ডাকিলে কিন্তু শুভ তায় ঘটে॥ মুমূর্ষ যখন লোক গঙ্গাযাত্রা করে। যাত্রাকালে নহে মন্দ দেখিলে তাহারে॥ খুব ভালো বাম দিকে শৃগাল দর্শন। দক্ষিনে দর্শনে নহে ভালো

কদাচন॥ কিন্তু যদি ফিরে চেয়ে যায় যেতে যেতে। দক্ষিণে শৃগাল ভালো সেই অবস্থাতে॥ ছাড়া গরু যেয়ত যেতে নর্শন করিলে। বড় অমঙ্গল তাহে, বড় মন্দ ফবে॥ কিন্তু যদি মুখ তুলে বারেক দেখিবে। তার চেয়ে শুভ আর কিছুতেই না হবে॥ যাত্রাকালে ক্রন্দনের ধ্বনি ভীতকর। বামেতে কাঁদিলে কিশু সুখের আকর।

(৩)

মঙ্গলের উষা বুধে পা। যেথা ইচ্ছা সেথা যা।

(অর্থাৎ)

মঙ্গবে নিশি অবসান যেই মাত্র। বুটের প্রারম্ভে যাত্রা করহ সর্ব্বত্র॥

(৪)

রবি গুরু মঙ্গলের উষা আর সব ফাসাফুসা॥

(অর্থাৎ)

রবি, বৃহস্পতি আর কুজেব উষায়॥ নির্ভরে যাইতে পারে। বাসনা যেথায়॥ না দেখিতে হবে শুভক্ষণ এই তিনে। সদা শুভ জানো ইহা খনার বচনে।

(৫)

ডাকয়ে পাখী না ছাড়ে বাসা।
উড়িয়া বৈসে খাবে হেন আশা॥
ভিরে যায় বাসে না পায় দিশা।
খনা ডেকে বলে সেই সে উষা॥
উড়ে পাখী খায় না। তখনি কেন যায় না।

(অর্থাৎ)

রাত্রিশেষে সে সময় বিহঙ্গমকুল। নীড়ে বসি ছাড়ে স্বর খাইতে ব্যাকুল॥ উড়িতে বাসনা, নাহি উড়িবার পারে॥ চারিদিকে তখনো আবৃত অন্ধকারে॥ যদি উড়ে, ফিরে পুনঃ হারাইয়া দিশা। খনা বলে, সেই সে সময়, সেই উষা॥

(৬)

দ্বাদশ অঙ্গুলি করিয়া। সূর্য্যমণ্ডলে দিয়া দিঠি॥
রবি কুড়ি সোমে ষোল। পঞ্চদশ মঙ্গলে ভাল॥
বুধ একগারো বৃহস্পতি বারো। শুক্র চৌদ্দ শনি তের॥
হাঁচি জেঠি পড়ে যবে। অষ্টগুণ লভ্য হবে॥

(অর্থাৎ)

সূর্য্যের কিরণে অনাবৃত স্থানে। পোঁত কাঠি দ্বাদশ অঙ্গুলী পরিমাণে॥ দেখে ক' অঙ্গুল পরিমিত ছাড়া পড়ে। তা বুঝে করহ যাত্রা এক একবারে॥ রবিবারে বিশাঙ্গুল পরিমিত হলে। ষোড়শ অঙ্গুল সোমবারে যাত্রাকালে॥ মঙ্গলে পনরাঙ্গুল, বুধে একাদশ। বৃহস্পবিারে বারো, শুক্রে ত্রয়োদশ॥ শনিবারে চতুর্দ্দশ হলে তবে যায়। মনের আনন্দে, শুভফল গিয়া পাও॥ যাত্রাকালে হাঁচি জেঠি পড়ে যদি আর। অষ্টগুণ লভ্য তাহে জানিবে আবার॥

(৭)

তিথি, বার, স্বনক্ষত্র মাসের যত দিন।
একত্র করিয়া তারে সাতে কর হীন॥

এক শুভ দুয়ে লাভ তিনে শত্রুক্ষয়।
চতুর্থেতে কার্য্যসিদ্ধি পঞ্চমে সংশয়॥
ষষ্ঠে মৃত্যু শূন্য হ'লে পায় বহু দুঃখ।
খনা বলে যাত্রায় কভু নহে সুখ॥

(অর্থাৎ)

যে দিন যাত্রা করিতে সঙ্কল্প করিবে। যে তিথি, যে বার দিন সংখ্যা যোগ দিবে॥ আপন জন্মনক্ষত্রে সংখ্যা যত হয়। করহ সমস্ত এক সঙ্গে সমুদয়॥ সাত দিয়া ভাগ করি দেখো তার পর। এক ভাগশেষে শুভ হয় নিরন্তর॥ দুই হলে লভ্য তার শত্রুক্ষয় তিনে। চরি হলে কার্য্যসিদ্ধি সংশয় পঞ্চমে হয় ভাগশেষে মৃত্যু নিকটে তো জানি শূন্যে বহু দুঃখ পায় দিবস রজনী॥ মনে করো চৈত্রমাস চৌদ্দ তার খতে। বুধবার যাবে কেহ অষ্টমী তিথিতে॥ জন্মদাতার অশ্বিনী তাহার কাছে জানা। শুভ কি অশুভ করো দেখি তা গনণা॥ মাস সংখ্যা একাদশ বার তিথি হিয়ে। তারিখের চৌদ্দ তায় নক্ষত্র মিলায়ে॥ যোগফল আটত্রিশ পেতেছি যখন। সাত দিয়া কেন বা না করিব হরণ॥ ভাগশেষ তিন অতএব শত্রুক্ষয়। এ যাত্রায় অমঙ্গল নাহি নিঃসংশয়॥

হিসাব :—

মাসের সংখ্যা	১১ এগার
তারিখ	১৪ চৌদ্দ
বারের সংখ্যা	৪ চারি

তিথির সাখ্যা	৮ আট
জন্মনক্ষত্র অশ্বিনী সুতরাং	১ এক।
মোট	৩৮ আটত্রিশ।

৩৮ × ৭ = ৫, ভাগশেষ ৩, ফল শুভ শত্রুক্ষয়!

(৮)

মাস নক্ষত্র তিথি যুতা। তা দিয়ে হরয়ে পুতা॥ আঁধারে দশ, আলোতে এগারো। ইহা দিয়া নক্ষত্র ধারো॥

(অর্থাৎ)

বৈশাখের ঘটক নক্ষত্র সে বিশাখা। জৈষ্ঠ জ্যেষ্ঠা, মাঘে মঘা কার্ত্তিকে কৃত্তিকা॥ ফাল্গুনে পূর্ব্বফল্গুনী চৈত্রে চিত্রা আর। পৌষে পুষ্যা অগ্রহায়ণে মৃগশিরায়॥ ভাদ্রে পূর্ব্বভাদ্রপদ আশ্বিনে অশ্বিনী॥ আষাঢ়ের পূর্ব্বষাড়া শ্রাবণে শ্রাবনী॥ নক্ষত্র গনণা সাধ যদ্যপি মতির। ঘটক নক্ষত্র অগ্রে করিবেক স্থির॥ মাসের ঘটক নক্ষত্রের সংখ্যা যত। তিথি সংখ্যা তার সহ করহ মিলিত কৃষ্ণপক্ষ হলে দশ যোগ করে পুনঃ॥ একাদশ শুক্লেতে করিতে হবে জেনো॥ সমষ্টি সাতাশ দিয়া করিবে হরণ। অবশিষ্ট থাকিবে যা নক্ষত্র গণন॥ মনে করো বৈশাখের শুক্ল সপ্তমীতে। কি নক্ষত্র তাহা হইবে জানিতে॥ বৈশাখের ঘটক বিশাখা, সংখ্যা ষোল। সপ্তমীর সাত তাহে যোগ দিয়া ফেলে॥ শুক্ল পক্ষ সুতরাং আর এগারো নাও। একত্র করিয়া মোট, চৌতিরিশ পাও। পরে সাতাইস দিয়া ভাগ তারে করো। বাকী সাত পুনর্ব্বসু নক্ষত্র সে ধরো॥

হিসাব :—

বৈশাখের ষটক বিশাখার সঙ্খ্যা	১৬	ষোল
সপ্তমী তিথির	৭	সাত।
শুক্লপক্ষ হেতু অতিরিক্ত	১১	এগার।
মোট	৩৪	চৌতিরিশ।

৩৪ × ২৭ — ১, ভাগশেষ, অতএব পুনর্ব্বসু নক্ষত্র।

(৯)

খালি ছাগ্‌লা বৃষে চাঁদা। মিথুনে পুরিয়ে বেদা॥
সিংহে বস্থ করকি বসে। আর সব পূজিবে দ্বাদশে॥

(অর্থাৎ)

বৎসরের প্রথমেতে যে তিথি হইবে। মাসের যে তারিখের তিথিটি জানিবে॥ করহ একত্র পরে বৈশাখ হইলে। শূন্য সংখ্যা যোগ তাতে করো তাহা হলে॥ জ্যৈষ্ঠ হলে এক, আষাঢ়েতে সংখ্যা চার। ভাদ্র মাসেতে আট সঙ্কেত তাহার॥ অন্যান্য মত তাহার দশ সবে দিবে। এইরূপে যোগ করি সমষ্টি যা হবে॥ প্রতিপদ হতে তিথি আছয় হে যত। এক হতে তিরিশ যাবৎ গণ তত॥ বর্ষের প্রথম দিন যে পক্ষেতে রয়। সেই পক্ষ ধরি তবে তিথির নির্ণয়॥ পহেলা বৈশাখ কৃষ্ণ সপ্তমী আছিল। দশই ভাদ্রেতে বল কি তিথি হইল॥ প্রথম দিনের সপ্তমীর সংখ্যা সাত। দশই ভাদ্রের দশ সঙ্খ্যা কর পাত॥ সাতে দশে সতের একুনে যদি পাই। ভাদ্রমাস হেতু আট যোগ তাতে চাই॥ একুনে পঁচিশ পুনঃ হইল এবার। পক্ষের গণনের বাদে দশ

থাকে আর ॥ উত্তর দশমী তিথি বুঝ মতিমান খনার বচন ইহা নাহি হয় আন ॥ প্রথম বৈশাখ কৃষ্ণপক্ষেতে আছিল ॥ শুক্ল-পক্ষীয় দশমী কাজেই হইল ॥ কৃষ্ণপক্ষের পনেরো দিন দিছি বাদ। শুক্লপক্ষ সুএরাং কি তার প্রমাদ ॥

ছাগলায় নেয় বুঝি বৈশাখের মাসে। থালি অর্থে শূন্য বুঝি জ্যৈষ্ঠ বুঝি বৃষে ॥ চাঁদা এক মিথুন আষাঢ় বেদা চার। সিংহ অর্থ ভাদ্র, বসু আট, বুঝ সার ॥

হিসাব :—

প্রথম দিনের সপ্তমীর সঙ্খ্যা	৭	সাত।
দশই ভাদ্রের	১০	দশ।
ভাদ্রমাস হেতু অতিরিক্ত	৮	আট।
মোট	২৫	পঁচিশ।

২৫— কৃষ্ণপক্ষীয় ১৪ দিবস = ১০, অতএব শুক্লপক্ষীয় দশমী উত্তর।

অক্ষর দ্বিগুণ চৌগুণ মাত্রা। নামে২ করি সমতা ॥
তিন দিয়ে হরে আন। তাহে মরা বাঁচা জান ॥
একে শূন্য মরে পতি। দুই রহিলে মরে যুবতী ॥

(অর্থাৎ)

দশ তীর মধ্যে মরে কে আগে কে পিছে। শুনহ জানিতে সাধ যাহার হ'য়েছে ॥ উভয়ের নামের অক্ষর সঙ্খ্যা দুনো। চতুর্গুণ মাত্রা, নাহি কম হয় যেন ॥ একত্র করিয়া তিন দিয়া

জ্ঞান হয়ে। ভাগশেষ এক হলে পতি আগে মরে॥ দুই যদি রয়, স্ত্রীর মৃত্যু আগে হয়। খনার বচন মিথ্যা হইবার নয়॥ পতি রামানন্দ যেন, স্ত্রী হরভাবিনী। কে আগে মরিবে ভবে বল দেখি শুনি॥ অক্ষরের সঙ্খ্যা নয় দ্বিগুণ আঠার। মাত্রা পাঁচ মোটে চতুর্গুণ বিষ ধর॥ আঠার বিশেতে আটত্রিরিশ তো হয়। তিন দিয়া ভাগ করো দুই বাকী রয়॥ অতএব অগ্রে হবে পত্নীর মরণ। অকাট্য এ জেনো মনে খনার বচন॥

হিসাব :—

রামানন্দ × হরভাবিনী = নয়টি অক্ষর দ্বিগুণ করিয়া ১৮ আঠারো।
আ × আ × ই ঈ পাঁচ মাত্রা চতুর্গুণ করিয়া ২০ বিশ।

মোট ৩৮ আটত্রিশ।

১৮ × ৩ = ১২, ভাগশেষ, অতএব পত্নী অগ্রে মরিবে।

(১১)

সূর্য্য কুজে রাহু মিলে। গাছের দড়ি বন্ধন গলে॥
যদি রাখে ত্রিদশ নাথ। তবু সে খায় নীচের ভাত॥

(অর্থাৎ)

জন্মগণ্ড সূর্য্য কুজ রাহু মিলে বার। নিঃসংশয় উদ্বন্ধনে মৃত্যু হয় তার॥ (দেবরাজ ইন্দ্রও যদ্যপি রক্ষা করে। তথাপি নীচের অন্ন খেতে হবে তারে॥) দুঃখের তাহার নাহি অবধি থাকিবে। এমনি দুঃখেতে সেই কাল কাটাইবে।

(১২)

খনা কয় বরাহেরে কোন লগ্ন দেখ।
লগ্নের সপ্তম ঘরে গ্রহ কোন এক॥

আছে শনি সপ্তম ঘরে। অবশ্য তারে খোঁড়া করে॥
থাকয় রবি ভ্রমায় ভূখণ্ড। চন্দ্র থাকয় করে নবখণ্ড॥
মঙ্গল থাকে করে খণ্ডখণ্ড। অস্ত্রাঘাতে যায় তারমুণ্ড॥
থাকে বুধ বিষয় করায়। গুরুশুক্র থাকে বহুধনপায়॥
লগ্নে আঁকা লগ্নে বাঁকা। লগ্নে দি ভানুতনুজা॥
লগ্নের সপ্তম অষ্টমে থাকে পাপ।
মরে জননী পীড়ে বাপ॥

(অর্থাৎ)

লগ্নের সপ্তম ঘরে থাকে যদি শনি। অবশ্য খোঁড়া সে হয়, স্থির ইহা জানি॥ রবি যদি সপ্তমেতে পর্য্যটক হবে। উদাসীন প্রায় সেই পৃথিবী ঘুরিবে॥ থাকে শশী রাজদণ্ড করিবে ধারণ। মঙ্গল সপ্তমে অস্ত্রে যাইবে জীবন॥ বুধ যায় সম্পত্তি বিস্তর তার হবে। গুরু শুক্র সপ্তমেতে বহু ধন দিবে॥ কভু ভালো কভু মন্দ লগ্নে থাকে শনি। অবস্থাবিশেষ তার ব্যবস্থাতে জানি॥ সপ্তমে অষ্টমে কিম্বা থাকে কেতু রাহু। মরে মাতা পিতা তার পায় দুঃখ বহু॥

(১৩)

যে যে মাসে যে যে রাশি। তার সপ্তমে থাকে শশী॥
সেই দিনে হয় পৌর্ণমাসী। অবশ্য রাহু গ্রাসে শশী॥
দুই তিন পাঁচ ছয়। একাদশে দেইতে হয়॥

(অর্থাৎ)

মেষ বৈশাখের রাশি বৃষ সে জ্যৈষ্ঠের। আষাঢ়ের মিথুন কর্কট শ্রাবণের॥ ভাদ্রে সিংহরাশি জানা; কন্যা সে আশ্বিনে।

কার্ত্তিকের তুলা .বৃশ্চিক অঘ্রহায়ণ ॥ মাঘ মাসে মকর রাশির অধিকার । ফাল্গুনের কুম্ভ, মীন চৈত্র জানো সার ॥ যে রাশির মাঁস চন্দ্র সে রাশি হইতে । থাকে যদি দেখো ইহা সপ্তম ঘরেতে ॥ সেই পূর্ণিমায় হবে চন্দ্রের গ্রহণ । নিশ্চয় কে হেন নর করয়ে বারণ ॥ দ্বিতীয় ·তৃতীয় চন্দ্র হইবে যার । পঞ্চম কি ষষ্ঠ কিম্বা একাদশ আর ॥ সেই সেইবার দেখিবেক সে গ্রহণ । অন্যে কদাচন নাহি করিবে দর্শন ।

(১৪)

কিসের তিথি কিসের বার । জন্ম নক্ষত্র করো সার ॥
কি করো শ্বশুর মতীমান । পলকে জীবন যাবে যে দিন

(অর্থাৎ)

যে নক্ষত্রে ভুমিষ্ঠ হইবে সে হাস্যানন । তদবধি বাকী তার যত পরিমাণ ॥ প্রতি পলে বারো দিন ধরিয়া তাহার । পাবে আয়ু নহে মিথ্যা বচন খনার ॥ মনে করো দশ দণ্ড মাত্র আর আছে । বিশাখা নক্ষত্রে এক বালক জন্মেছে ॥ ষাট পলে এক দণ্ডে, পূরো দশ, ষাটে । গুণফল ছয়শত বটে কিনা বটে ॥ প্রতি পল বারো দিন বারো দিয়া পুরো । সাত হাজার ছ,শত গুণফল ধরো ॥ গড় তিনশত ষাটি দিন বৎসরেতে । বিশ বৎসর শিশু জীয়িবে ধরাতে ॥

৬০ পলে এক দণ্ড ; অতএব ১০ × ৬, = ৬০০ পল।
প্রতি পলে বারো দিন ; অতএব ৬০ × ১২ = ৭২০০ দিন।
৩৬০ দিনে বৎসর ; ৭২০০ × ৩৬০ = ২০ ।
২০ বৎসর বালকের পরমায়ু হইবে।

(১৫)

সাত পাঁচ তিন কুশল বাত। নয়ে একে হাতে হাত ॥
কি ক'রবে ছটে চটে। কার্য্য নাশ দুয়ে আটে ॥

(অর্থাৎ)

প্রশ্নকর্ত্তা শ্রোতা দুজনের নামাক্ষর। তিথি দিন বার সংখ্যা একত্রিত কর ॥ নক্ষত্রের সংখ্যা শূন্য যোগ তায় দিয়া। কত বাকী দেখ দেশ বিভাগ করিয়া ॥ সাত পাঁচ তিন যদি থাকে ভাগশেষ। ঘংবাদ মঙ্গল তার জানিবে বিশেষ ॥ এক কিম্বা নয় যদি বাকী থাকিবেক। অচিরে প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হইবেক ॥ ছয় চারি অবশেষে বুঝিবে বিফল। দুই আটে কার্য্য নষ্ট হইবে সকল ॥ পরমেশ জিজ্ঞাসিল শ্রীনন্দনন্দনে। কার্য্য মন শুভ কি অশুভ দেহ গণে ॥ দোসরা বৈশাখ, তিথি প্রতিপদ জেনো। অশ্বিনী নক্ষত্র সোমবার আর গণে ॥ নামের অক্ষর সঙ্খ্যা দশ দু'জনার। যোগ দাও মাস তিথি তারা আর বার ॥ মাস এক তিথি এক তারা এক পাই। বার দুই একুনেতে পাঁচ সঙ্খ্যা ভাই ॥ নামাক্ষর সংখ্যা দশে যোগ ইহা করো। যোগফল তাহলেই হইল পনেরো ॥ দশ দিয়া পনেরোয় করিলে হরণ। ভাগশেষ পাঁচ, হ'লো করহ দর্শন ॥ অতএব সংবাদ মঙ্গল,—কার্য্য শুভ। ইহাতে নিশ্চয় কিছু হইবেক সভ্য ॥

হিসাব :—

পরমেশ ও শ্রীনন্দনন্দনের অক্ষর সংখ্যা	১০ দশ।
মাস বৈশাখ ; অতএব	১ এক।
তিথি প্রতিপদ ; অতএব	১ এক।
নক্ষত্র অশ্বিনী ; অতএব	১ এক।
সোমবার ; অতএব	২ দুই।
মোট	১৫ পনেরো।

১৫ + ১০ = ভাগশেষ ৫ ; অতএব শুভ।

পরিশিষ্ট।

—:*:—

(১)

স্ত্রীজাতির আদ্য ঋতুর বার ফল।

রবিতে বিধবা হয় সোমে পতিব্রতা।
মঙ্গলেতে বেশ্যা, বুধে সৌভাগ্য সংযুক্তা॥
বৃহস্পতিবারে স্বামী লক্ষ্মীমন্ত হয়।
শুক্রবারে বহুমুত্র, দীর্ঘজীবি রয়॥
শনিবারে হ'লে, বন্ধ্যা জ্যোতিষের মতে।
অতএব লিখি, দোষ কাটিবে যাহাতে॥
গো কাঞ্চন ভুমি কিম্বা ধান্য দিবে দান।
শান্তি হবে, হবে শুভ্র এই ত বিধান॥

(২)

স্ত্রীজাতির আদ্যঋতুর বার ফল।

ত্রিপুর্ব্বা ভরণী আর্দ্রা ফল্গীতে বিধবা।
মেঘে শোক পুনর্ব্বসু বন্ধকী জানিবা॥
কৃত্তিকা অথবা জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র হইলে।
দরিদ্র নিশ্চয় ইহা জ্যোতিষেতে বলে॥

(৩)

স্ত্রীজাতির আদ্যঋতুর মাসফল।

জ্যৈষ্ঠেতে বিধবা হয় আষাঢ়েতে ধনী।
মৃতপত্যা শ্রাবণেতে, ভাদ্রেতে রোগিনী॥
আশ্বিনেতে মৃতপত্যা হইবে কামিনী।
কার্ত্তিকেতে ঋতুমতী স্বকুললাশিনী॥

মার্গশীর্ষে ঋতু যার হয় ধর্ম্মশীলা।
পৌষেতে হইলে ঋতু রতিতে বিহ্বলা॥
মাঘে পতিব্রতা নারী হইলে ঋতুমতী।
ফাল্গুনে হইলে ঋতু বহু পুত্রবতী॥
মদনোন্মাদিনী হয়, হইলে চৈত্রেতে।
সুপ্রিয়বাদিনী যার ঋতু বৈশাখেতে॥

(৪)

হাঁচি টিক্‌টিকীর ফল।

শয়নে ভোজনে উপবেশনে বা দানে।
বিবাহে বিবাদে আর বস্ত্র পরিধানে॥
এই সপ্ত কর্ম্মে হাঁচি আদি সুশোভন।
অন্য কর্ম্মে শুভ নাহি হয় কদাচন॥
বৃদ্ধা বা শিশু অথবা কফের যে হাচি।
যত্নপূর্ব্বকের হাচি কদাচ না বাছি॥
গোধনের হাচি হয় নিধন করণ।
জ্যোতিষ বচনে ইহা অবশ্য বারণ॥
দিকের নির্ণয় করি বুঝহ সুবুদ্ধি।
ঊর্দ্ধভাগে হৈলে ধন ভোগ কার্য্যসিদ্ধি॥
পূর্ব্বদিকে অগ্নিকোণে হৈলে ভয় হয়।
দক্ষিণেতে অগ্নিভয় জানিহ নিশ্চয়॥
নৈঋতে কলহ লাভ পশ্চিমেতে ভাব।
বায়ুকোণে নববস্ত্র গন্ধ জয়লাভ॥
উত্তরে টিক্‌টিকি হাচি স্ত্রীলাভ কারণ।
ঈশানে হইলে মৃত্যু কে করে বারণ॥

(৫)

গ্রহফল।

(রবি)

জন্মস্থ হইলে রবি শক্র বৃদ্ধিকর।
দ্বিতীয় হইলে বন্ধু বিচ্ছেদ তৎপর॥
চতুর্থে ক্রমিক দুঃখ তৃতীয়ে আশ্রয়।
পঞ্চমে থাকিলে রবি মিত্র হানি হয়॥
ষষ্টে ধনলাভ করে অনিষ্ট সপ্তমেতে।
অষ্টমেতে অপমান শোক নবমেতে॥
দশমে প্রাধান্য আর হয় কার্য্য-সিদ্ধি।
একাদশে রবি করে সৌভাগ্যের বৃদ্ধি॥
দ্বাদশেতে বধ আর বন্ধনের ভয়।
রবি সঞ্চারের ফল জ্যোতিষেতে কয়॥

(চন্দ্র)

মিষ্টান্ন ভোজন চন্দ্র জন্মস্থ থাকিলে।
ক্লেশ দেন শশধর দ্বিতীয় হইলে॥
তৃতীয়েতে শক্রনাশ করে শশধর।
চতুর্থে চন্দ্রের ফলে পীড়য়ে উদর॥
পঞ্চমে সৌভাগ্য ষষ্ঠে লাভ ধনধান্য।
সপ্তমেতে বধ আর স্ত্রীলাভের জন্য॥
অষ্টমে চক্ষুর পীড়া নবমেতে ত্রাস।
দশমেতে কার্য্যসিদ্ধি না করে নিরাশ॥
একাদশে মান কিম্বা হয় খোদয়।
দ্বাদশেতে শশধরে সদা করে ভয়॥

(মঙ্গল)

জন্মস্থ মঙ্গলে বড় শত্রুভয়।
দ্বিতীয়ে থাকিলে তার হয় ধনক্ষয়॥
তৃতীয়েতে কার্য্যসিদ্ধ চতুর্থে বৈরিতা।
পঞ্চমে মরণ, ষষ্ঠে বহু ধনযুক্তা॥
অষ্টমেতে অস্ত্রাঘাত, শোক সপ্তমেতে।
নবমেতে মঙ্গল কার্য্য হানি জ্যোতিষেতে॥
দশমে হইলে তার বাড়ায় সুখ্যাতি।
একাদশে করে নানা সুখেতে বসতি॥
দ্বাদশেতে মরণ কেবা করে নিবারণ।
জ্যোতিষ প্রমাণে এই কহি বিবরণ॥

(বুধ)

জন্মস্থ হইলে বুধ করায় বন্ধন।
শাস্ত্রে বলে দ্বিতীয়ে থাকিলে দেন ধন॥
অপমান তৃতীয়ে, চতুর্থে কার্য্যসিদ্ধি।
পঞ্চমেতে দুঃখ হয় বুঝহ সুবুদ্ধি॥
ষষ্ঠে ভূমিলাভ সপ্তমেতে পীড়া দেহে।
ধনলাভ করে বুধ অষ্টমেতে রহে॥
নবমে পীড়ায় মরে বহু সুখ দশে।
একাদশে ধনলাভ, ধৈরজ দ্বাদশে॥

(বৃহস্পতি)

বৃহস্পতি জন্মস্থ কেবল ভয় দিতে।
দিতীয়ে অতুল ধন, ক্লেশ তৃতীয়েতে॥
বুদ্ধি নাশ করে গুরু থাকে চতুর্থেতে।
পঞ্চমেতে পরম সুখ কহে জ্যোতিষেতে॥

আশুভদায়ক গুরু রহিলেন ষষ্ঠেতে।
রাজপুত্র পায় নর যদি সপ্তমেতে॥
অষ্টমেতে বৃহস্পতি নাশিবেক ধন।
ধনবৃদ্ধি নবমেতে জ্যোদিষ বচন॥
দশমে প্রণয়ভঙ্গ করে বৃহস্পতি।
ধনলাভ একাদশে যদি তার স্থিতি॥
দ্বাদশেতে দেবে পীড়া গুরু তো নিশ্চয়।
গুরু-ফলাফল ইহা জ্যোতিষেতে কয়॥

(শুক্র)

জন্মস্থ শুক্রেতে ধনঞ্জয় করে জানি।
ধনলাভ দ্বিতীয়ে লোক ধনী॥
চতুর্থেতে ধনলাভ পুত্র শত্রুমেতে।
শত্রুবৃদ্ধি করে শুক্র, যাহার ষষ্ঠেতে॥
সপ্তমেতে শোক কার্য্য সিদ্ধি সে অষ্টমে।
বস্ত্রলাভ করে নানা যদ্যপি নবমে॥
অশুভ বড়ই শুক্র দশমে থাকিলে।
একাদশে ধনলাভ জ্যোতিষেতে বলে।
পরমায়ু বৃদ্ধি করে দ্বাদশে ভার্গব।
শুক্র ফলাফল এই শুন লোক সব॥

(শনি)

জন্মস্থ হইলে শনি বিত্ত তার নাশে।
দ্বিতীয়েতে নানা কষ্ট দিবে তো মানসে॥
তৃতীয়েতে শত্রু নাশ করিবেক শুনি।
চতুর্থেতে শত্রুবৃদ্ধি সুনিশ্চয় জানি॥

খনার-বচন।

পুত্রবৃদ্ধি পঞ্চমে, ষষ্ঠেতে কার্য্য সিদ্ধি।
সপ্তমেতে দোষ নানা বুঝহ সুবুদ্ধি॥
পীড়া দিবে অষ্টমে নবমে ধনক্ষয়।
দশমে সুখ্যাতি লাভ জ্যোতিষেতে কয়॥
একাদশে বহুধন, অনর্থ দ্বাদশে।
খনার বচন ভাই জ্যোতিষ প্রকাশে॥

(রাহু কেতু)

জন্ম স্থানে থাকে যদি ধনঞ্জয় হেতু।
প্রবাসে খাটায় দ্বিতীয়েতে রাহু কেতু॥
নানা বস্তু লাভ হয় তৃতীয়ে থাকিলে।
চতুর্থেতে পীড়াদায়ী জ্যোতিষেতে বলে॥
পঞ্চমে থাকিলে মনে পায় নানা সুখ।
সপ্তমেতে অগ্নিভয় ষষ্ঠে মহাসুখ॥
অষ্টমে মরণ ভয় নবমেতে লাজ।
সুখ্যাতির বৃদ্ধি জান দশমের কাজ॥
সুখোদয় অশেষ থাকিলে একাদশে।
জ্যোতিষেতে কথা, নানা কষ্ট সে দ্বাদশ॥

সমাপ্ত

১৫ নং বৃন্দাবন বসাকের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
"নিউ-ভিক্টোরিয়া প্রেস" হইতে
শ্রীভূপতি চরণ মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।